শরৎচন্দ্রের

বিন্দুর ছেলে

এস এস প্রোডাকসন্সের নিবেদন

শরৎচন্দ্রের

বিন্দুর ছেলে

প্রযোজনা ঃ সতীশ মুখার্জী চিত্রনাট্য ঃ বিকাশ রায়

পরিচালনায় ঃ গুরুদাস বাগচী সুর ঃ কালীপদ সেন

সংগঠনে ঃ সুনীল রাম, গণেশ দাস

গীত রচনা ঃ গৌরী প্রসন্ন মজুমদার। নৃত্যপরিকল্পনা ঃ প্রভাত ঘোষ। চিত্রগ্রহণ ঃ বিজয় দে। সহযোগী পরিচালনা ঃ বুলুই পালিত। শব্দানুলেখনে ঃ বাণী দত্ত। বহির্দৃশ্যগ্রহণ ঃ অনিল তালুকদার। সঙ্গীতানুলেখন ও পুনঃ শব্দযোজনা ঃ শ্যামসুন্দর ঘোষ। সম্পাদনা ঃ কমল গাঙ্গুলী। শিল্প নির্দেশনা ঃ বিজয় বসু। রূপসজ্জা ঃ মনোতোষ রায়। ব্যবস্থাপনা ঃ সুধীর বসু। সাজসজ্জা ঃ শের আলি, সরমুলাল। কেশ সজ্জা ঃ দি মেক আপ, গোষ্ঠ কুমার। দৃশ্য অঙ্কন ঃ বলরাম চ্যাটার্জী, নবকুমার কয়াল। পরিচয় লিখন ঃ দিগেন স্টুডিও । প্রচার অঙ্কন ঃ নির্মল রায়, পালিত, এস. কে. পাবলিসিটি। স্থিরচিত্র ঃ স্টুডিও বলাকা। প্রচার পরিকল্পনা ঃ ধীরেন মল্লিক।

—সহকারীগণ—

পরিচালনা ঃ দীপরঞ্জন বসু। চিত্র গ্রহণে (প্রধান) শান্তি দত্ত। চিত্রগ্রহণে ঃ সালাউদ্দিন, কেষ্ট মণ্ডল। শব্দানুলেখন ঃ ইন্দু অধিকারী, পাঁচু মণ্ডল। সঙ্গীতানুলেখন ঃ জ্যোতি চ্যাটার্জী, ভোলানাথ সরকার, গোপাল ঘোষ, গজেন পরিধা। সম্পাদনা ঃ অনিল দাস। শিল্প নির্দেশনা ঃ সতীশ মুখার্জী। ব্যবস্থাপনা ঃ সকুমার বসু, গোপাল দত্ত বিশ্বনাথ দে, সুরেন মাকাল। আলোক সম্পাত ঃ হরেন গাঙ্গুলী, অভিমন্যু দাস, সুধীর সরকার, সুদর্শন দাস, অবনী নস্কর, দিনীপ ব্যানার্জী, খাদু পাত্র। দৃশ্য পট সংযোজনায় ঃ সুধীন, গুপী, কেবলরাম, সুনীল, রামধনি, ষষ্ঠী, কালীরাম, রামরাউত, শিবরাজ, পরেশ, শান্তি, কান্তি, যতীন, রমেশ, ধূপনারায়ণ, মণি। সঙ্গীত ঃ শৈলেশ রায়।

কণ্ঠসঙ্গীতে ঃ প্রতিমা ব্যানার্জী, বনশ্রী সেনগুপ্ত, স্বপ্না মজুমদার, ললিতা ধরচৌধুরী, পূরবী চক্রবর্তী, ছায়া মুখার্জী, জগন্নাথ মোহান্ত।

নৃত্যে ঃ পলিন চ্যাটার্জী, কৃষ্ণা ঘোষ, অনীতা চ্যাটার্জী, শিখা বিশ্বাস, গীতা শর্মা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

দীপচাঁদ কাংকারিয়া ঃ অমূল্য রায় ঃ দাশরথি চৌধুরী ঃ তন্ময় ভট্টাচার্য্য ঃ পবিত্রকুমার সরকার ঃ বাদল পাল ঃ ভবানী ব্যানার্জী ঃ মৈত্রী দে ঃ বরুণ কাজিলাল ঃ চকরপাবনপুরের অধিবাসীবৃন্দ ঃ পাঁতলা আজিম হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল ঃ কার্তিকপ্রসাদ দাস ঃ মালিক রায় সন্তু মল্লিক ঃ মানিক বিশ্বাস ঃ রমেন সেনগুপ্ত ঃ সজীব গুহ ঃ সত্য দেব ঃ সুধাংশু গাঙ্গুলী।

ঃ চরিত্র চিত্রণে ঃ

মাধবী চক্রবর্তী ঃ সন্ধ্যারাণী ঃ বিকাশ রায়

নীলিমা দাস, পদ্মাদেবী, মেনকা দেবী, রাজলক্ষ্মী (ছোট), অজন্তা চৌধুরী, নির্মলকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতবরণ, প্রেমাংশু বসু, নুপতি চ্যাটার্জী, গৌর শী, নিমল ঘোষ, কালীপদ চক্রবর্তী, সলিল ঘোষ, চণ্ডী চক্রবর্তী, অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য, সতীশ মুখার্জী গোপাল দত্ত, প্রফুল্ল মিত্র, অতুল ভট্টাচার্য্য, বিজয় বসু, কালীনাথ দত্ত, বাউল চৌধুরী ও আরও অনেক।

শিশুশিল্পী ঃ দিব্যেন্দু মুখার্জী, তপন ভট্টাচার্য্য, জয়দীপ, বাপ্পা, ঝুমা, বাপি, বাবুয়া ও শ্যামল।

ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে আর. সি. এ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত, সৌরী মুখার্জীর তত্ত্বাবধানে ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

—বিশ্ব পরিবেশনায়—

মেগ পিকচার্স

কাহিনী

দরিদ্র যাদব অনেক কষ্টে বৈমাত্রেয় ছোট ভাই মাধবকে মানুষ করেছিলেন। লেখাপড়া শিখিয়ে আইন পর্য্যন্ত পাশ করিয়েছিলেন। তারপর জমিদারের একমাত্র সন্তান বিন্দুবাসিনীকে ভাতৃবধূরূপে ঘরে এনেছিলেন। বিন্দু ছিল খুব অহঙ্কারী ও অভিমানী। তার ওপর ছিল ভয়ানক মেজাজ আর ফিটের ব্যামো। একদিন ফিট হওয়ার পূর্বমুহূর্তে যাদবের স্ত্রী অন্নপূর্ণা তার ক্রন্দনরত পুত্র অমূল্যকে এগিয়ে দিয়েছিল বিন্দুর সামনে। অমূল্যকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে বিন্দু সেদিন মূর্চ্ছার হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল। আর সেই থেকেই বিন্দু অমূল্যকে নিজের ছেলের মত কাছে টেনে নিয়েছিল। তাকে মনের মতন সাজাতো, খাওয়াতো, ঘুম পাড়াতো—তাকে নিয়েই তার দিন কেটে যেত। অমূল্যও বড় হওয়ার সাথে সাথে বিন্দুকেই তার মা বলে জেনেছিল। বিন্দুরও নিজের কোন সন্তান হয়নি। অমূল্যই তার ছেলে—ছেলে অন্ত প্রাণ, ছেলেই তার সব। ছেলের ভালমন্দ নিয়ে আর সকলের সাথে তার বেঁধে যেত কুরুক্ষেত্র। তবুও তাদের সংসারটি ছিল সুখের। বিন্দু সংসারে আসার পর থেকে ধীরে ধীরে সমস্ত দৈন্যতা কেটে গিয়েছিল। এসেছিল সচ্ছলতা। এমন দিনে যাদব ও মাধবের পিসতুতো বোন এলোকেশী এল স্বামী পুত্র নিয়ে এদের আশ্রয়ে। এলোকেশীর পুত্র নরেন ছিল বখাটে। তারই সংস্পর্শে অমূল্যও বিগড়ে যাচ্ছে এই আশঙ্কায় বিন্দুর সাথে অন্নপূর্ণার হয়ে গেল তুমুল ঝগড়া। যাঁর পরিণতিতে হল বিচ্ছেদ। পরের দিন নতুন বাড়ীতে যাওয়ার কথা ছিল সকলেরই। বিন্দু ও মাধব

গেল—সঙ্গে গেল এলোকেশীরাও কিন্তু পুরানো বাড়ীতে রয়ে গেল যাদব, অন্নপূর্ণা আর অমূল্যও।

অমূলের জন্য গুমরে গুমরে মরতে থাকে বিন্দু। এলোকেশীর চক্রান্তে অমূল্যও তার মার সাথে দেখা করতে পারে না। লুকিয়ে লুকিয়ে সেও কাঁদে। অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতে ভুগতে বিন্দু অসুস্থ হয়ে পড়ে আবার তার মূর্চ্ছা হতে থাকে। এই অবস্থায় সে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেয়। অসুস্থ বিন্দুকে তার বাবা নিজের বাড়ীতে নিয়ে যান। কিন্তু অভিমানী বিন্দুকে কেউ কিছু খাওয়াতে পারে না। সে যেন আত্মহত্যাই করতে চায়! বিন্দু কি তার অমূল্যকে ফিরে পাবে? যাদব ও অন্নপূর্ণা কি বিন্দুকে ফিরিয়ে আনবে? সামনের রূপালী পর্দায় এর জবাব পাবেন।

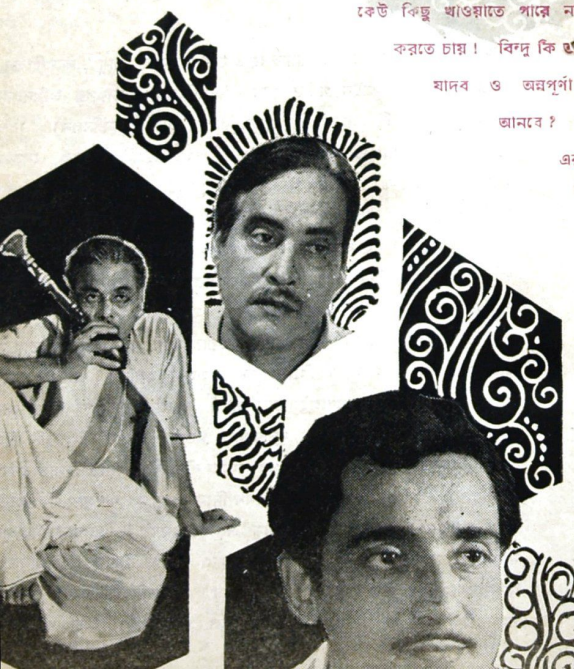

(২)

খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়লো
বর্গি এলো দেশে—
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেবো কিসে।

বাঁশ পাতাড়া নড়ে চড়ে
জোনাক পোকা পিদীম ধরে
পক্ষীরাজে চড়ে সোনা
ঘুমের দেশে যায়।

আয় ঘুম আয়—
খোকন বাজায় টুমটুমী
ভৈরব বাজায় ঢাক।
তা কুরু কুরু কুরু কুরু
প্যাংশালিকের ঝাঁক।

তাই না শুনে ছুটে এসে
কদম বাজায় শাঁখ।
হুতুম নাচে, ভুতুম নাচে

খোকার মাথায় রোদ লেগেছে
ন্যাতে ধরে ছাতি।
খোকন যাবে বিয়ে করতে
সঙ্গে যাবে কে?
বাড়ীতে আছে ভৈরবদাস
যেই জেনেছে হায় হায় পাল্কী এনেছে।
আজ খোকনের অধিবাস
কাল খোকনের বিয়ে
বৌ আনতে যাবে খোকন
টোপর মাথায় দিয়ে।
(আহা) বর যাত্রী নিয়ে।
বাদ্যি বাজে, ঢোলক বাজে, সানাই বেজেছে,
পাঁ পাঁ পাঁ পাঁ পাঁ পাঁ পাঁ পাঁ

ঘোড়ায় চড়ে যাবে খোকন
বর যে সেজেছে।
পাগড়ী বেঁধে ভৈরবদাস নাচতে লেগেছে।
ঘুরে ফিরে নাচতে লেগেছে
থেই থেই থেই নাচতে লেগেছে।

(২)

খোঁপাতে যে দিলিরে ফুল
কার লাগি তুই সই।
মন নিয়ে তোর ঘুর মরিস
মনের মানুষ পেলি কই
বল্‌না আমায় সই।
কে জানে কোন ভাবের বশে
মজালি মন প্রেমের রসে।
বেলি ফুঁলে গাঁথলি মালা
সেও ঝরে ওই।
তোর রকম সকম
দেখে আমি ভেবে আকুল হই।
মনের মানুষ কই।

সে যদি হায় না দেখেরে
লাভ কি তোর হ'ল সেজে
এখনো তুই ভাবিস কিলো
বাঁশি তার উঠবে বেজে?
কপালে তোর কাঁকন টুকি।
কেন কাঁদিস লো তুই পোড়ার মুখী
চাঁদ যে মেঘের ফাঁকে ডুবে গেল ওই
হায় বুকে যে তোর, আগুন জ্বলে
কেমনে তা সই
মনের মানুষ কই।

নাম ভূমিকায়

মাধবী চক্রবর্তী

—গঠন পথে

মুদ্রণে ঃ প্রিণ্টওরিয়েণ্ট এণ্ড কোং, ৩২/১৩বি, বিডন ষ্ট্রীট, কলি-৬